৩। বাংলা শিশু সাহিত্যের ইতিহাসে উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর অবদান সম্বন্ধে আলোচনা কর।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এবং বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর অবদান বাংলা শিশু সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়।

সাহিত্য - সংগীত - চিত্রকলা - বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়েই তিনি সমদক্ষ ছিলেন। 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতাও তিনি ছিলেন।

• বিশিষ্ট সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'সাহিত্যচর্চা' গ্রন্থে 'বাংলা শিশু সাহিত্য' প্রবন্ধে বলেছেন —

"জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির পরেই বাংলা সাহিত্যে রায় চৌধুরী পরিবারের প্রায় সকলে সদস্যের অবদান বাংলা শিশু সাহিত্যে অনস্বীকার্য। উপেন্দ্রকিশোর এই উজ্জ্বলতা আদি পুরুষ।"

উপেন্দ্রকিশোরের একান্ত আগ্রহেই বাংলা শিশু সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার ও প্রচার লাভ হয়েছিল। এছাড়াও ছড়া ও ছবিতে 'রামায়ণ', 'মহাভারত' এর মতো মহাকাব্যকে শিশুমনের উপযোগী করে রচনা করে তিনি সৃষ্টির ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো হলে —

• 'সেকালের কথা' (১৯০৩ খ্রী.); 'টুনটুনির বই' (১৯১০ খ্রী.) 'পুরানের গল্প' ও 'সন্দেশ পত্রিকা' (মাসিক পত্রিকা)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ (১৮৫০ খ্রী.) থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ (১৯৫০ খ্রী.) পর্যন্ত প্রায় একশো বছর ধরে বাংলা শিশু সাহিত্যের যে ধারা প্রবহমান ছিলো — উপেন্দ্রকিশোর সেই ধারাতেই অবগাহন করেছেন। তিনি রচনা করেছেন —

• 'ছেলেদের রামায়ণ' (১৮৯৪-৯৫), 'ছেলেদের মহাভারত' (১৮৯৫ খ্রী.), 'মহাভারতের গল্প' (১৯০৯ খ্রী.), 'ছোট্ট রামায়ণ' (১৯১৬ খ্রী.)।

• 'সন্দেশ' পত্রিকাতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হত

• 'পুরানের গল্প' (১৯১৩ খ্রী.)।

→

Scanned with CamScanner

শিশুদের উদ্দেশ্যে খুশিতে হবার জন্য তিনি বৈচিত্র্যপূর্ণ হল, বীর - হাস্য - রৌদ্র - ভয়ানক - করুণ রসের সমাবেশে এবং সহজ সরল ভাষায় শিশুমনের উপযোগী কাহিনী রচনা করে শিশুমনের অন্তরে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন।

'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাগুলো শিশুসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। কবিতাগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে — শৈশব অবস্থায় শিশুদের নানা ক্রিয়াকলাপ, শিশুর প্রতি পিতা-মাতার স্নেহ ও ঈশ্বরের প্রতি শিশুদের আনুগত্য।

'সখা ও সাথী', 'মুকুল' ও 'সন্দেশ' পত্রিকায় সহজ সরল ভাষায় ও রীতিতে তিনি প্রায় শতাধিক গল্প রচনা করে প্রকাশ করেন। গল্পগুলো শুধু মাত্র শিশুদের কাছে নয় বয়স্কদের কাছেও সমান ভাবে গ্রহণযোগ্য।

বাংলা উপকথাকে কেন্দ্র করে তাঁর চিরস্মরণীয় রচনা 'টুনটুনির বই'। এছাড়াও 'ছোট্ট রামায়ণ' রচনা বাইন' তাঁর অনন্য সৃষ্টি।

তাঁর অবিস্মরণীয় রচনার মধ্যে দিয়ে বাংলা শিশুসাহিত্যের যে স্বর্ণযুগের সূচনা হয়েছিল তা পরবর্তী কালে অন্যান্য শিশুসাহিত্যিকদের পথ প্রদর্শক হয়েছে।

বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি মহামানবের অবদান অনস্বীকার্য।

৪। বাংলা শিশুসাহিত্যের জগতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান সম্বন্ধে যা জানো লেখ।

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিশু সাহিত্যের জগতেও রাজসিংহাসনের অধিকারী।

তাঁর মনের মধ্যে একটি খেয়ালী শিশু বাস করত, সেই খেয়ালী শিশুর-ই অমোঘ রচনাগুলো হল — নদী, মুকুট, শিশু, শিশু ভোলানাথ, খাপছাড়া, সে, ছড়ার ছবি, ছেলেবেলা, গল্পস্বল্প, সহজ পাঠ।

'ছেলে ভুলানো ছড়া' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোর মধ্য দিয়ে রবিঠাকুরের শিশু প্রীতি আমাদের বোধগম্য হয়। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকার জন্য ছড়া লিখতে গিয়ে কবি নিজের শৈশবের ফেলে আসা দিনগুলোতে ফিরে যান—

"বাদল হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান —
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান।"

'খাপছাড়া' কাব্যগ্রন্থের মজার কবিতা—

"ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ীর
পাঁচ বোন থাকে কালনায়,
শাড়িগুলো তারা উনুনে বিছায়
হাঁড়িগুলো রাখে আলনায়।"

'শিশু ভোলানাথ' 'সে' 'গল্পস্বল্প' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আমরা কবির বাল্যস্মৃতিকে খুঁজে পাই। শিশুদের নীতি শিক্ষার জন্য 'কণিকা' কাব্যগ্রন্থের ছোটো ছোট কবিতা গুলো বিশেষ ভাবে গ্রহণযোগ্য। শিশুপাঠ্য গ্রন্থ হলেও রবীন্দ্রনাথ রচিত 'সহজ পাঠ' (১ম ও ২য় ভাগ) সর্বজনের পাঠ্য। ছড়ায় ও ছবিতে গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম।

রবিঠাকুরের কাছে শিশুদের ছোট ছোট ইচ্ছাগুলো সীমাহীন মূল্য দিত। তাদের প্রতি স্নেহ - ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার মনোভাব তিনি পোষণ করতেন সেজন্য তাঁর রচনায় শিশুরা এত উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত।

শিশু মনের প্রতিটি প্রকোষ্ঠের যথাযথ খোঁজ বা হদিস তাঁর কাছে ছিল বলেই শিশুরা তাঁর সাহিত্য আনন্দ সহকারে পাঠ

→

Scanned with CamScanner

করেছে এবং কিশোরদের সমৃদ্ধ করেছে।

ঠাকুর বাড়ির অন্যান্য সদস্যদেরও তিনি শিশুসাহিত্য রচনা করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। পরবর্তী কালে আমরা বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পাই।

তৎকালীন ~~~~ সাময়িক পত্রিকাতেও তিনি নিয়মিত শিশুদের জন্য সাহিত্য রচনা করতেন ও যথাযথ সময়ে সেগুলো প্রকাশিত হত।

'ঠাকুরমার ঝুলি' গ্রন্থের ভূমিকা তিনিই রচনা করেছিলেন। তাঁর প্রতিভার মধ্যে বাংলা শিশুসাহিত্যের ~~~~ জগত পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

বাংলা শিশু সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান চিরস্মরণীয়।

৩। শুধুমাত্র চিত্রশিল্পের জগতে নয়, বাংলা শিশুসাহিত্যের জগতেও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনন্য — এই মন্তব্যটির গ্রহণযোগ্যতা আলোচনা কর।

'জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জগতে বিখ্যাত ছিলেন তাঁর অনবদ্য চিত্রশিল্পের জন্য। তবে বাংলা শিশুসাহিত্যের জগতেও তিনি অবাধে বিচরণ করেছেন।

'বালক' পত্রিকাতে 'শকুন্তলা' গ্রন্থের হাত ধরে তিনি শিশুসাহিত্যের জগতে পদার্পণ করেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো হল — "ক্ষীরের পুতুল', 'রাজকাহিনী', 'নালক', 'বুড়ো আংলা', 'ভূত-পতরীর দেশ', 'আলোর ফুলকি' ইত্যাদি।

আলোচ্য গ্রন্থগুলো তাঁর মৌলিক রচনা নয়। পৌরাণিক কাহিনী (শকুন্তলা), লোককথা (ক্ষীরের পুতুল), ইতিহাস (রাজকাহিনী), গৌতমবুদ্ধদেবের জীবনী (নালক) ও বিদেশী সাহিত্য (বুড়ো আংলা) থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তিনি গ্রন্থগুলো রচনা করেন। সহজ সরল প্রাণবন্ত ভাষা, রূপকথার স্পর্শ, অনবদ্য চিত্র, জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং সমগ্র বিশ্বের সাথে একাত্মতার সন্ধান পাই তাঁর রচিত শিশু সাহিত্যগুলোতে।

তাঁর সাহিত্যে শিশুরা নয়, বয়স্করাও বিভোর হয়ে যাবে। ভাষার সারল্যে, নিখুঁত বর্ণনায় পাঠকের চোখের সামনে ছবি-র মতো ভেসে আসে।
'ক্ষীরের পুতুল' রূপকথা-র রচনাশৈলীতে রচিত। পল্লী বাংলার ঠাকুমা-দিদিমারা যেভাবে গল্প শোনান ঠিক সেই ভঙ্গিমাতেই গ্রন্থটি রচিত।

দেশ-মানুষ-প্রকৃতি-জীবজন্তু সব মিলিয়ে 'বুড়ো আংলা' গ্রন্থটি শিশুসাহিত্যের প্রাণ ভোমরা।

তিনি গল্প লেখেননি — ছবি লিখেছেন। তাঁর লেখা ছবি শিশুমনের মনিকোঠায় চিরকালের জন্য স্থান পেয়েছে। তিনি বলেন —
" আমার ভাব ছোট ছেলেদের সঙ্গে। তাদেরই দিলেম এই লেখার খাতা।"

শিশুরা সেই খাতা আনন্দে গ্রহণ করেছে, ধারণ করেছে — সেই খাতা সারাজীবন তারা ধারণ করে থাকবে। যতদিন বাংলা সাহিত্য বেঁচে থাকবে ততদিন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বেঁচে থাকবেন।

তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে কবি-প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসু বলেন, "..... এই লেখার রস গ্রহণের জন্য শিক্ষিত হতে হয় না, ... মনের চোখ, মনের কান আর চলনসই লোকের হৃদয়টুকু থাকলেই যথেষ্ট।"

চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নন, শিশু সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও বাংলার পাঠক সমাজ কোনোদিনও ভুলতে পারবেনা। তাঁর সৃষ্টিশীল রচনার মধ্যে তিনি চিরকাল বেঁচে থাকবেন। বাংলা শিশু সাহিত্যের ভাণ্ডারে তাঁর দান অপরিসীম।

Scanned with CamScanner